দৈনিক
ইনকিলাব

7 JAN 2009

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম..... ...৫.....

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ঢাবিতে অবহেলিত কেন

আকরাম হোসেন

সুশিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কোরআন, হাদীসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পৃথিবীতে নেই। কিন্তু কোন অদৃশ্য কারণে ঢাবি কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাবির দ্বার বন্ধ করে দেয়ার পাঁয়তারা করছে। এটি একটি দেশের, জাতির জন্য অত্যন্ত মন্দ লক্ষণ। যে দেশে মুয়াজ্জিনের আজানের ডাকে সূর্য জাগে এবং আল্লাহর গুণকীর্তনের মধ্য দিয়ে সূর্য অস্ত যায়, সেদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে মাদ্রাসার ছাত্ররা ভর্তি হতে না পারার কারণ কি? বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার অবদান সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। প্রতি বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে শিক্ষার্থীরা শ্রেষ্ঠ ফলাফল নিয়ে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা পাস করে বের হয়। স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পর যদি এ জাতির শিক্ষার অধিকার নিয়ে আন্দোলনও করতে হয়, তাহলে এর চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে? এক দেশে কিছুতে দুই আইন চলতে পারে না। মাদ্রাসা ছাত্ররা যদি জাবি, রাবি, চবি, শাবি, খুবি, ইবি, জবিতে একশ নম্বরের বাংলা, ইংরেজী পড়ে মেধার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতি বছর ভর্তি হতে পারে, তাহলে ঢাবিতে কেন ভর্তি হতে পারবে না।

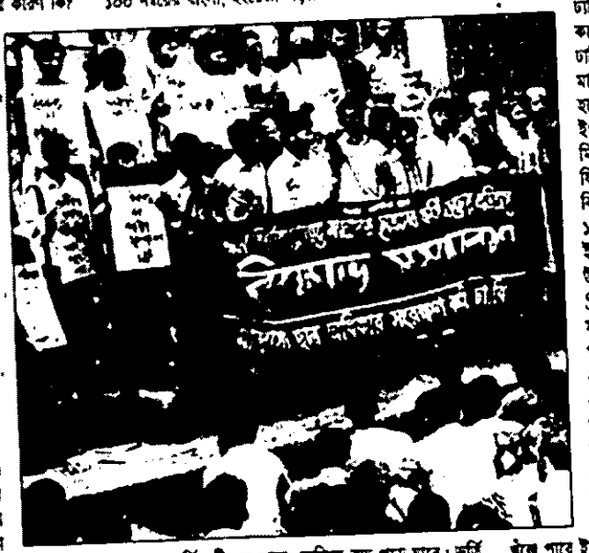

এখনও ঢাবির ইতিহাস, আরবি, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, আইন, ইস. ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, উর্দূসহ বিভিন্ন বিভাগে অনেক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আছে, যারা মাদ্রাসা থেকে পাস করে ঢাবিতে ভর্তি হয়েছিল। মাদ্রাসা শিক্ষা সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সরকারের দেয়া সিলেবাসে পরিচালিত। সিলেবাসে দাখিল ও আলিমে বাংলা, ইংরেজী ২০০ নাম্বার করে পাঠদানের সিলেবাস দেয়া নেই, কিন্তু ১০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজীতে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের সবই আছে। যেমন প্রবন্ধ, পদ্য, ব্যাকরণ, রচনা, গদ্যাংশ, নাটক ও উপন্যাস অংশে। কিন্তু সরকার যেহেতু তাদের ২০০ নম্বর পড়ার ব্যবস্থা রাখেনি, তারা পড়বে কোথা থেকে? ঢাবি কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ দিতে পারে। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা যদি ১০০ নম্বরের বাংলা, ইংরেজী পড়ার কারণে অযোগ্য থাকে,

তাহলে ভর্তি পরীক্ষায় তারা এমনিতে বাদ পড়ে যাবে। ভর্তি পরীক্ষায় যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তা সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই জানা আছে। কিন্তু ঢাবি কর্তৃপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্ত হিংসাত্মক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা বন্ধের প্রচেষ্টাও একই সূত্রে গাঁথা। পক্ষান্তরে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা বন্ধ করার কোন চেষ্টা নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা এভাবে যদি সর্বত্রই অবহেলিত হয়, তাহলে এক সময় মাদ্রাসাগুলোতে কোন সচেতন ছাত্র-ছাত্রী পড়তে চাইবে না। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন, মিছিল-মিটিং এবং স্মারকলিপি প্রদানের পরও ঢাবি কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেনি। যে করেই হোক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ঢাবিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। প্রয়োজনে মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস পরিবর্তন করতে হবে নিম্নলিখিতভাবে- (১) বাংলা ২০০ (২) ইংরেজী ২০০ (৩) আরবি ১ম ও ২য় পত্র মিলে ১০০ (আগে ছিল ২০০ মার্ক) (৪) ফিকাহ ১০০ (৫) গণিত ১০০ (৬) সাধারণ বিজ্ঞান ১০০ (৭) কোরআন ও হাদিস মিলে ১০০ (আগে ছিল ২০০ মার্ক) (৮) ইসলামের ইতিহাস ১০০ (৯) অতিরিক্ত ১০০ মার্ক। উপরোক্ত সিলেবাস বন্টন করলে আগের Subject গুলো অপরিবর্তিত থাকে এবং মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার ভারসাম্যও রক্ষা পায়। একইভাবে আলিম শ্রেণীতে ও ফিকাহ ২০০-এর পরিবর্তে ইংরেজী ১০০ নম্বর বৃদ্ধি এবং আরবি ২০০-এর পরিবর্তে ১০০ করে অবশিষ্ট ১০০ নাম্বারের বাংলা চালু করলে মাদ্রাসা শিক্ষার মানের কোন কমতি হবে না এবং ঢাবিতে ভর্তির ক্ষেত্রে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের আর অশ্রু ফেলতে হবে না এবং বিশাল একটি জনগোষ্ঠী তার উচ্চ শিক্ষার প্রাণ খুঁজে পাবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র : দৈনিক ইনকিলাব, শিক্ষা বার্তা অক্টোবর-০৮ সংখ্যা, নয়া দিগন্ত, দাখিলের সিলেবাস, অগ্রপথিক-০৮

লেখক : কুমিল্লা সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে